পৌরসভা সাধারণ নির্বাচন-২০২৪ উপলক্ষ্যে

মনোনয়নপত্রের সাথে যে সকল কাগজপত্র দাখিল করতে হবে

০১। মনোনয়নপত্র সংগ্রহের সময় ভোটার তালিকার সিডির মূল্য বাবদ পৌরসভার ক্ষেত্রে ওয়ার্ড প্রতি ৫০০/- পাঁচশত টাকা হারে ৪৫০০/- (চার হাজার পাঁচশত) টাকা "১-০৬০১-০০০১-২৬৩১" কোডে বাংলাদেশ ব্যাংক/ সোনালী ব্যাংকে ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে জমা দিয়ে চালানের মূল কপি (একাউন্টস অফিস হতে সিটিআরসহ) রিটার্নিং অফিসার/ সহকারী রিটার্নিং অফিসার এর কার্যালয়ে জমা দিয়ে মনোনয়নপত্র গ্রহণ করবেন এবং মনোনয়নপত্রের সাথে ট্রেজারী চালানের মূলকপি জমা দিবেন।

০২। জামানত হিসেবে মেয়র নির্বাচনের ক্ষেত্রে ১৫,০০০/- (পনের হাজার) টাকা এবং কাউন্সিলর নির্বাচনের ক্ষেত্রে ৫০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা রিটার্নিং অফিসারের অনুকুলে ৬-০৬০১-০০০১-৮৪৭৩ কোডে বাংলাদেশ ব্যাংক/ সোনালী ব্যাংকে ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে জমা দিয়ে চালানের মূল কপি (একাউন্টস অফিস হতে সিটিআরসহ) মনোনয়নপত্রের সাথে জমা দিবেন।

০৩। প্রার্থীর পাসপোর্ট সাইজের ০১ (এক) কপি ছবি সত্যায়িত করে মনোনয়নপত্রের নির্দিষ্ট স্থানের স্টাপল করে লাগাতে হবে এবং ২ (দুই) কপি অতিরিক্ত ছবি জমা দিতে হবে।

০৪। মনোনয়নপত্রের সাথে সংযুক্ত হলফনামার নমুনা কপি যথাযথভাবে পূরণ করে নোটারি পাবলিক/ ম্যাজিস্ট্রেটের মাধ্যমে প্রত্যায়ন করে জমা দিতে হবে।

০৫। প্রার্থীকে ই.টি.আই.এন (TIN) নম্বরসহ সর্বশেষ আয়কর পরিশোধের প্রত্যয়নপত্রসহ আয়কর রিটার্নের কপি ও সম্পদ বিবরনী (১০বি, ১০বিবি ফরম) এর সার্টিফাইড কপি মনোনয়নপত্রের সাথে জমা দিতে হবে (সম্পদ বিবরনী দাখিলের রসিদের সত্যায়িত ফটোকপি জমা দিতে হবে)।

০৬। হফনামার তথ্যের সাথে Income Tax এর তথ্যের মিল থাকা আবশ্যক।

০৭। মনোনয়নপত্রের নির্ধারিত স্থানে প্রার্থী, প্রস্তাবকারী ও সমর্থনকারীর স্বাক্ষর জাতীয় পরিচয়পত্রের স্বাক্ষরের ন্যায় হওয়া ভাল ।

০৮। প্রার্থী/ প্রস্তাবকারী/ সমর্থনকারীর ক্ষেত্রে তাদের জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি এবং সংশ্লিষ্ট ভোটার তালিকায় নামের অংশের ফটোকপিও মনোনয়নপত্রের সাথে জমা দিতে হবে । প্রার্থী/ প্রস্তাবকারী/ সমর্থনকারী সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকার/ ওয়ার্ডের ভোটার হওয়া বাধ্যতামূলক ।

০৯। নির্বাচনী ব্যয় নির্বাহের জন্য যে কোন তফসীলি ব্যাংকে নতুন অ্যাকাউন্ট খুলতে হবে এবং মনোনয়নপত্রে ব্যাংকের নাম, শাখার নাম এবং অ্যাকাউন্ট নম্বর উল্লেখ করতে হবে।

১০। প্রার্থীর সর্বশেষ শিক্ষাগত যোগ্যতার সত্যায়িত অনুলিপি মনোনয়নপত্রের সাথে জমা দিতে হবে।

১১। দলীয় প্রার্থীদের ক্ষেত্রে দলীয় মনোনয়নের মূলকপি মনোনয়নপত্রের সাথে জমা দিতে হবে।

১২। স্বতন্ত্র প্রার্থীদের ক্ষেত্রে উতোপূর্বে সংশ্লিষ্ট পদে নির্বাচিত হওয়ার প্রমানপত্র হিসাবে গেজেটের কপি/ ১০০ জন ভোটারের সমর্থনসূচক প্রমানপত্র (মনোনয়নপত্রের সাথে সংযুক্তি-৩ অনুযায়ী প্রতি পৃষ্ঠায় প্রার্থী কর্তৃক স্বাক্ষর করে) দাখিল করতে হবে।

১৩। মনোনয়নপত্রে একটি মাত্র প্রতীকের নাম লিখতে হবে।

১৪। নির্বাচনী ব্যয় নির্বাহের জন্য অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাব্য উৎসের বিবরণী (ফরম-ঢ) অবশ্যই মনোনয়নপত্রের সাথে জমা দিতে হবে।

১৫। মনোনয়ন ফরমসহ অন্যান্য সকল কাগজপত্র A-4 সাইজের কাগজে ফটোকপি করে মুলসেট সহ ০৩(তিন) সেট রিটার্নিং অফিসার/ সহকারী অফিসারের নিকট নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জমা দিতে হবে।

১৬। প্রার্থী ও প্রার্থীর বাবা, মা, স্বামী/স্ত্রীর বাংলা ও ইংরেজী নামের বানান আলাদা একটি কাগজে অবশ্যই লিখে দিতে হবে।

১৭। পত্র যোগাযোগের জন্য ০১ জন এবং পোলিং এজেন্ট হিসেবে কাজ করবে এমন ০৫ জনের নাম, আইডি নম্বর এবং মোবাইল নম্বর আলাদা কাগজে অবশ্যই লিখে দিতে হবে।

১৮। মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় উল্লিখিত দলিলাদিসহ আইন ও বিধি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় অন্যান্য সকল দলিলাদি/ তথ্যাদি জমা দিতে হবে।

বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে -

☞ মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় মনোনয়পত্রের সাথে A৪ সাইজের ২ কপি পাসপোর্ট সাইজের রঙিন ছবি দিতে হবে এবং সংযুক্ত কাগজপত্রের একটি তালিকা প্রস্তুত করে রিটার্নিং অফিসার/ সহকারী রিটার্নিং অফিসার এর নিকট স্বাক্ষর করে নেয়া উত্তম।

☞ প্রার্থী/ প্রস্তাবকারী/ সমর্থনকারী সমপদে অন্যকোন মনোনয়নপত্রে স্বাক্ষর করিবে না। যদি স্বাক্ষর করেন তবে এরূপ স্বাক্ষরিত সকল মনোনয়নপত্র বাতিল হবে।

☞ মনোনয়নপত্র গ্রহণ/ জমা দেয়ার সময় প্রার্থী/ প্রস্তাবকারী/ সমর্থনকারী/ আইনজীবিসহ অনধিক ৫ (পাঁচ) জন লোক আসতে পারবেন এবং সকল ধরনের মিছিল ও শো-ডাউন নিষিদ্ধ ।

☞ মেয়র পদে নির্বাচনি সর্বোচ্চ ব্যয় ২,০০,০০০/- (দুইলক্ষ) টাকা এবং ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ ব্যয় ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা। কাউন্সিলর পদে পাঁচ হাজার সম্ভলিত ওয়ার্ডের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ব্যয় সর্বোচ্চ ব্যয় ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা এবং নির্বাচনি সর্বোচ্চ ব্যয় ৫০০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা। পাঁচ হাজার এক হতে দশ হাজার ভোটার সম্বলিত ওয়ার্ডের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ ব্যয় ৭,০০০/- (সাত হাজার) টাকা এবং নির্বাচনি সর্বোচ্চ ব্যয় ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা।

☞ হলফনামার মাধ্যমে নির্বাচনী ব্যয় রিটার্ন (ভ্যাট, আইটিসহ ভাউচার) ফলাফল গেজেটে প্রকাশের তারিখ হতে ৩০ দিনের মধ্যে অবশ্যই সকল প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে রিটার্নিং অফিসারের নিকট জমা দিতে হবে। অন্যথায় প্রচলিত আইন ও বিধি অনুযায়ী কারাদন্ডসহ আর্থিক জরিমানার বিধান রয়েছে।

☞ পৌরসভা নির্বাচন সংশ্লিষ্ট সকল আইন, বিধিমালা, আচরণ বিধিমালা ও পরিপত্র সকলকে মেনে চলতে হবে।